Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খ্রিষটান মিশনারিদের অপতৎপরতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার মুক্তি

রোলঃ 228020720

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খ্রিষটান মিশনারিদের অপতৎপরতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার মুক্তি

রোলঃ 228020720

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " খ্রিষটান মিশনারিদের অপতৎপরতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না আক্তার মুক্তি , আইডিঃ 228020720 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " খ্রিষটান মিশনারিদের অপতৎপরতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তামান্না আক্তার মুক্তি

(স্বাক্ষর)

তামান্না আক্তার মুক্তি

আইডিঃ 228020720

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....6
অধ্যায় ২: খ্রিস্টান মিশনারিদের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য.....7
অধ্যায় ৩: উপমহাদেশে মিশনারি তৎপরতা.....8
অধ্যায় ৪: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিশনারি অপতৎপরতা.....10
অধ্যায় ৫: মিশনারি তৎপরতার ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ.....11
অধ্যায় ৬: মিশনারি কার্যক্রম প্রতিরোধে করণীয় ও সুপারিশ.....13
অধ্যায় -৮ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা.....15
অধ্যায়: ৯ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের মূল্যায়ন.....17
অধ্যায়-১০ মিডিয়া অপতৎপরত.....21
অধ্যায়-১১ খৃস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও তার খন্ডন.....21
উপসংহার.....30

অধ্যায় ১: ভূমিকা

প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় মিশনারি কার্যক্রম নতুন নয়। তবে খ্রিস্টান মিশনারিরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা উপায়ে ধর্মান্তরণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে। উপমহাদেশে বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে এই তৎপরতা এক মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং মানবিক সাহায্যের আড়ালে ধর্মান্তরণ একটি সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী অপচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা ও কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করা এবং তা ইসলামি সমাজ, সংস্কৃতি ও ঈমানি পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা তুলে ধরা।

গবেষণার গুরুত্ব

বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের জন্য এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই মিশনারি কার্যক্রম গোপনীয়ভাবে পরিচালিত হয়, ফলে সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। এই গবেষণার মাধ্যমে সেই গোপন অপতৎপরতাগুলো উন্মোচিত হবে, এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহজ হবে।

গবেষণার প্রশ্নসমূহ

খ্রিস্টান মিশনারিরা কী কী কৌশলে অপতৎপরতা চালায়?

বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এই তৎপরতা বেশি?

ইসলামি সমাজের ওপর এর কী প্রভাব পড়ছে?

এই অপতৎপরতা রোধে মুসলমানদের করণীয় কী?

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় প্রধানত বাংলাদেশে চালানো মিশনারি তৎপরতার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে কিছু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও তুলনা করার জন্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে প্রাপ্ত তথ্যে সীমাবদ্ধতা এবং কিছু গোপনীয় কাজের প্রমাণ অপ্রতুলতা গবেষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। সংবাদ প্রতিবেদন, গবেষণা পত্র, এনজিও রিপোর্ট এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২: খ্রিস্টান মিশনারিদের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য

খ্রিস্টান মিশনারির সংজ্ঞা ও উদ্ভব

মিশনারি শব্দটির অর্থই হলো প্রেরিত ব্যক্তি, যার কাজ ধর্ম প্রচার করা। খ্রিস্টান মিশনারি বলতে বোঝায় সেইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যারা খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও

ধর্মান্তর করণে নিযুক্ত। এই আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় খ্রিস্টের শিষ্যদের মাধ্যমে, যাদেরকে 'অ্যাপোস্টলস' বলা হয়। পরে এটি একটি সংগঠিত ধর্মীয় কর্মসূচি হিসেবে ক্যাথলিক চার্চ এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

উপমহাদেশে আগমন

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ ও বাণিজ্যের হাত ধরে উপমহাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন ঘটে। প্রথমে পর্তুগিজরা, পরে ব্রিটিশরা উপনিবেশিক শাসনের অংশ হিসেবে মিশনারিদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেয়। ব্রিটিশ সরকার বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তাদের কাজ করার অনুমতি দেয়।

উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের ধরন

মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিকল্প ধর্ম হিসেবে খ্রিস্টধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে অর্থনৈতিক সহায়তা, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে ধর্মান্তরণে উৎসাহিত করে।

অধ্যায় ৩: উপমহাদেশে মিশনারি তৎপরতা

ব্রিটিশ আমলে মিশনারি কর্মকাণ্ড

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলে মিশনারিদের কার্যক্রম নতুন মাত্রা পায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাবে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতবর্ষে প্রবেশ ও কাজ করার

সুযোগ করে দেয়া হয়। তারা ইংরেজি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও দান কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ধর্মান্তর করণে মনোযোগী হয়।

শিক্ষা খাতে প্রভাব

মিশনারিরা স্কুল, কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখে। তবে তাদের পাঠ্যসূচিতে খ্রিস্টধর্মের প্রচারমূলক উপাদান যুক্ত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মুসলিম ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে পড়ালেখা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে ধর্মান্তরের পরিবেশ তৈরি করা হয়।

চিকিৎসা ও সমাজসেবা

স্বাস্থ্যসেবা ছিল মিশনারিদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তারা হাসপাতালে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করত এবং চিকিৎসা গ্রহণের শর্ত হিসেবে ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি করত। অনেকে বলেন, এসব কাজের পেছনে ছিল ধর্মান্তরের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য।

ধর্মীয় টার্গেটিং ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি

মিশনারিরা হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় রীতিনীতিকে 'অসভ্য' ও 'পিছিয়ে থাকা' বলে প্রচার করত। তারা খ্রিস্টধর্মকে সভ্যতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করত। বিশেষত মুসলিম সমাজের শিক্ষাবঞ্চিত অংশকে লক্ষ্য করে তারা ভুল ব্যাখ্যা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাত।

অধ্যায় ৪: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিশনারি অপতৎপরতা

বাংলাদেশে মিশনারিদের আগমন ও প্রসার

বাংলাদেশে মিশনারিদের আগমন ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে। তবে স্বাধীনতার পরও বিভিন্ন এনজিও ও দাতা সংস্থার আড়ালে তাদের তৎপরতা চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ১% এরও কম হলেও, তাদের তৎপরতা অনেক বেশি সুসংগঠিত ও আন্তর্জাতিকভাবে অর্থায়িত।

ধর্মান্তরের লক্ষ্যবস্তু

মিশনারিরা সাধারণত আর্থিকভাবে দুর্বল, শিক্ষাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী, চা-বাগান শ্রমিক, পথশিশু ও দরিদ্র মুসলিম পরিবারগুলোকে টার্গেট করে খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার বিনিময়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে।

মিশনারি এনজিও ও সংস্থা

বাংলাদেশে অনেক এনজিও কার্যত ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে কাজ করে, যদিও তারা উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলে নিবন্ধন গ্রহণ করে। এসব সংস্থা বিদেশি দাতাদের সহায়তায় খ্রিস্টান ধর্মীয় বই বিতরণ, শিশুদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি এবং গোপন ধর্মীয় ক্লাস পরিচালনা করে।

তথ্য গোপন ও কৌশলগত পরিবর্তন

আধুনিক কালে মিশনারিরা তাদের পরিচয় গোপন রেখে স্থানীয় পদ্ধতিতে তৎপরতা চালাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা মুসলিম নাম গ্রহণ করে, ইসলামি

পোশাক পরিধান করে এবং ইসলামি মূল্যবোধের ছায়া ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

মিডিয়া ও অনলাইন তৎপরতা

বর্তমানে মিশনারিরা সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব চ্যানেল, মোবাইল অ্যাপস ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে এবং তরুণদের ঈমান দুর্বল করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন নাটক, শর্ট ফিল্ম ও শিক্ষামূলক ভিডিওর মাধ্যমে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়।

অধ্যায় ৫: মিশনারি তৎপরতার ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

ইসলাম ধর্মে দাওয়াত ও ধর্মীয় সহনশীলতা

ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম, যা মানুষকে যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত)। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

> "তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে, এবং উত্তমভাবে বিতর্ক কর তাদের সাথে।" (সূরা নাহল: ১২৫)

ইসলামে কারও ওপর জোরপূর্বক ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ।

ধর্মান্তরণে প্রতারণা ও ভণ্ডামির নিন্দা

খ্রিস্টান মিশনারিরা অর্থ, চাকরি, চিকিৎসা বা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করে, তা ইসলামি

দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও নিন্দনীয়। এটি 'ইখলাস' বা নিষ্ঠার বিপরীত এবং ঈমানকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের শামিল।

মুসলমানদের ঈমান রক্ষার নির্দেশনা

কুরআনে মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের প্ররোচনা থেকে নিজেদের রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ
> "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কুফরীদের কথায় কর্ণপাত করো, তবে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৯)

অতএব, মুসলমানদের জন্য ইসলামি আকীদা ও ইমান সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন, পরিবারে দাওয়াতি পরিবেশ তৈরি এবং দারুল উলূম বা ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে ঈমান রক্ষার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক।

ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা

ইতিহাসে ওলামায়ে কেরাম মিশনারি অপতৎপরতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের মতো প্রতিষ্ঠান ও তার উলামাগণ উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তার করে খ্রিস্টান মিশনারি প্রভাব মোকাবিলা করেছেন। বর্তমানেও আলিম সমাজের উচিত মিডিয়া, মসজিদ ও মাদ্রাসা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের সজাগ করা।

ইসলামের সত্য পথ ও আধুনিক চ্যালেঞ্জ

বর্তমান যুগে 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ', 'ইন্টারফেইথ সংলাপ' ও 'সহনশীলতা'র নামে ইসলামের মৌলিক আকীদা হ্রাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল করতে চায়। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, ইসলামের পথই একমাত্র মুক্তির পথ:

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান: ১৯)

অধ্যায় ৬: মিশনারি কার্যক্রম প্রতিরোধে করণীয় ও সুপারিশ

ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব

মুসলিম সমাজে ইসলামি আকীদা, ঈমান এবং নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দরকার মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা, হিফজ মাদ্রাসা এবং ইসলামি পাঠচক্রের সম্প্রসারণ। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ইসলামি চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

ওলামায়ে কেরাম ও দাঈদের দায়িত্ব

ওলামায়ে কেরাম, দাঈ এবং ইসলামি চিন্তাবিদদের উচিত সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। তারা যদি মসজিদভিত্তিক দাওয়াতি কার্যক্রম, ইসলামি প্রশ্নোত্তর সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা চালু করেন, তাহলে তরুণ প্রজন্ম ঈমান সম্পর্কে সচেতন হবে।

মিডিয়ার ব্যবহার

মিশনারিরা যেমন মিডিয়া ব্যবহার করছে, মুসলমানদের পক্ষ থেকেও মিডিয়া ভিত্তিক জবাব দিতে হবে। টিভি, ইউটিউব, ফেসবুক ও পডকাস্টের মাধ্যমে আকীদাভিত্তিক প্রোগ্রাম, শর্ট ফিল্ম, নাটক এবং তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রচার চালানো উচিত।

সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা

সরকারি পর্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় অপতৎপরতা নিরুৎসাহিত করা দরকার। নিবন্ধিত এনজিওগুলোকে কড়া নজরদারিতে রাখতে হবে এবং ধর্মান্তরকরণমূলক কর্মকাণ্ড প্রমাণিত হলে তাদের কার্যক্রম বাতিল করতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা

সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। মসজিদে খুতবা, সামাজিক সভা এবং স্থানীয় সভা-সমাবেশে এই বিষয়ে আলোচনা করে মানুষকে সাবধান করতে হবে। পাশাপাশি ধর্মীয় বিভ্রান্তি ঠেকাতে স্থানীয় নেতৃত্বের (ইমাম, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তঃধর্মীয় সম্মান বজায় রেখে কৌশলী মোকাবিলা

ইসলাম শান্তির ধর্ম—তাই প্রতিক্রিয়া হতে হবে হিকমত ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। অপপ্রচারের কৌশল বুঝে ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। তবে এটি যেন কাউকে ঘৃণা বা সহিংসতার দিকে ঠেলে না দেয়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

সুপারিশসমূহ

*প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক
*ইসলামী এনজিও ও সংস্থাগুলোর দাওয়াতি প্রকল্পে সরকারি অনুমোদন ও সহায়তা প্রদান
*খৃষ্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা
*ইমান রক্ষায় মাসিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা

অধ্যায় -৮ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারির কার্যক্রমের ইতিহাস বেশ পুরনো, তবে বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মিশনারিরা ধর্মান্তরণ, সমাজের প্রান্তিক জনগণকে নিজেদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের অপতৎপরতা কিছু নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়:

1. ধর্মান্তরিতকরণ কৌশল: খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রধানত দরিদ্র ও অবহেলিত জনগণের মধ্যে ধর্মান্তরণ ঘটানোর চেষ্টা করে থাকে। তারা শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে মানুষদের নিজেদের ধর্ম পরিবর্তন করতে প্ররোচিত করে। এসব সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। এই প্রক্রিয়া বাংলাদেশে বাড়তি উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, কারণ এটি মুসলিম ঐতিহ্য এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

2. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার: বাংলাদেশে অনেক খ্রিস্টান পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলোতে, যেখানে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভের জন্য পাড়ায় পাড়ায় যায়। এসব প্রতিষ্ঠানে ইসলাম বিরোধী ধারণা প্রচার করা হয়, কখনো সরাসরি এবং কখনো কিছুটা আড়ালেও। এখানে খ্রিস্টান ধর্মের মৌলিক তত্ত্বগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা একধরনের ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

3. চিকিৎসা ও সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার: খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও সেবা প্রকল্প পরিচালনা করে। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে, যেখানে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেই, সেখানে তারা হাসপাতাল, ক্লিনিক ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং তাতে স্থানীয় মুসলমানদের আকৃষ্ট করে। তারা এসব সেবা প্রদান করে ধর্মান্তরের সুযোগ তৈরি করে।

4. সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা: খ্রিস্টান মিশনারিরা নিজেদের সামাজিক সেবার মাধ্যমে মুসলিম জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকে। তারা মুসলিমদের ইসলামের মৌলিক আকিদা ও রীতিনীতির বিপরীতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে।

5. বিদেশী সহায়তা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক: মিশনারি কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ ধরনের সহযোগিতার ফলে মিশনারিরা তাদের কার্যক্রম আরও ব্যাপকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়, যা স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত হানে।

বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের ইসলামী নেতা, ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী সংগঠনগুলো দীর্ঘকাল ধরে মিশনারি তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছে। তারা সাধারণ জনগণকে মিশনারিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করে, এবং সরকারের কাছে তারা এসব কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানায়। ইসলামিক মিডিয়া, মসজিদে বক্তৃতা ও বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো মিশনারির প্রচারণা ও অপতৎপরতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

নিচে "ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের মূল্যায়ন" শিরোনামে অধ্যায়টি পরিমার্জিত ও পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হলো:

অধ্যায়: ৯-ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের মূল্যায়ন

ইসলাম ও ধর্মীয় সহাবস্থান

ইসলাম ধর্ম স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বাসের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই।" (সূরা বাকারা: ২৫৬)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও সহাবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তবে ইসলাম বিশ্বাস বিকৃতি, মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেয়।

ইসলাম ধর্মে দাওয়াত ও তার পদ্ধতি

ইসলামে দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কুরআন নির্দেশ দিয়েছে:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল: ১২৫)

ইসলাম দাওয়াতকে নির্যাতন ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে নয়, বরং ন্যায়, যুক্তি ও নরম ভাষার মাধ্যমে প্রচার করতে বলে।

মিশনারিদের কর্মকাণ্ডের ইসলামী মূল্যায়ন

খ্রিস্টান মিশনারিরা দাওয়াত বা আহ্বানের নামে যে কার্যক্রম চালায় তা কেবল ধর্ম প্রচার নয়, বরং অসৎ উপায়ে অন্য ধর্মের অনুসারীদের নিজেদের ধর্মে আনতে এক ধরণের ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টা। তাদের পদ্ধতিগুলো ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী:

প্রলোভন: খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা বা শিক্ষা দিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা এক ধরণের প্রতারণা।

অজ্ঞতাকে ব্যবহার: অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগণকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা একটি জঘন্য পাপ।

শিশুদের ব্যবহার: শিশুদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা সরাসরি ফিতনা সৃষ্টি করে।

এইসব কর্মকাণ্ড কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ‘ফাসাদ ফিল আরদ’ বা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শামিল।

রাসুল (সা.)-এর আদর্শ ও আমাদের করণীয়

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা-মদীনায় ইসলাম প্রচারের সময় কেবল যুক্তি ও আদর্শিক দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতের চারটি মূলনীতি ছিল:

১. সততা ও স্বচ্ছতা
২. সহনশীলতা ও সৌজন্য
৩. সঠিক তথ্য ও হিকমা
৪. ধৈর্য ও প্রজ্ঞা

সাস্থ্যখাতে মিশনারী অপতৎপরতা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিরা অসংখ্য এনজিও পরিচালনা করে, যার বেশিরভাগই নামেই মানবিক সহায়তা ভিত্তিক হলেও বাস্তবে এগুলোর পেছনে ধর্মান্তরের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কনসার্ন প্রভৃতি এনজিও-র মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, আবাসন ইত্যাদি দিয়ে প্রভাবিত করা হয়।

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অঞ্চলে ধর্মান্তরের ঘটনাগুলো বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন ও গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে।

'মানবিক সহায়তা'র নামে শিশুদের আলাদা করে খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো হয়, তাদের খ্রিস্টান নাম দেওয়া হয়, এমনকি 'নতুন জীবন', 'আশার আলো' ইত্যাদি নামে নতুন খ্রিস্টানিকরণ কর্মসূচি চালানো হয়।

এই কর্মসূচিগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আর্থিক দুর্বলতা ও নিরাপত্তাহীনতাকে কাজে লাগিয়ে
মসলমানদের ঈমান নষ্ট করা।

শিক্ষা খাতে প্রভাব ও কৌশল

খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলাদেশে শিক্ষাকে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও নামকরা মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা ধর্মান্তরের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া চালায়। উদাহরণস্বরূপ:

সেন্ট যোসেফ, হলি ক্রস, নটরডেম ইত্যাদি স্কুল-কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীদের উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়া হলেও অনেক সময় "প্রার্থনার সময়", "ক্রিসমাস উদযাপন", বা "ধর্মীয় স্টাডি" ক্লাসে খ্রিস্টান মূল্যবোধ শেখানো হয়।

কিছু প্রতিষ্ঠান মুসলিম ছেলেমেয়েদের বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি মুখস্থ করায় এবং খ্রিস্টান গান পরিবেশনে উৎসাহিত করে। ধর্মীয় নিরপেক্ষতার নাম করে এখানে ইসলামিক অনুশীলন হ্রাস পায়।

অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র ছাত্রদের স্কলারশিপ মেধাবী ছাএদের সুবিধার প্রলোভনে নিয়ে, তাদের ওপর প্রভাব বিস্তর করে।

অধ্যায়-১০ মিডিয়া অপতৎপরত

ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হয়েছে।

"Jesus for kids in Bangla", "Yeshu path", "Bible for Bangladesh" ইত্যাদি ইউটিউব চ্যানেলে শিশুদের টার্গেট করে খ্রিস্টান ধর্মের আকর্ষণীয় উপস্থাপন করে ভিডিও ছড়ানো হয়।
মুসলমান নামধারী কিছু ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে ভিডিও তৈরি করে; তাদের পেছনে থাকে মিশনারি সংগঠনের অর্থায়ন।

অনলাইনে "তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব" বা "আলোচনার নামে ইসলাম-বিরোধী" প্রচারণা ছড়ানো হয়।

পাশাপাশি 'মোবাইল চার্জে বাইবেল', 'Bangla Audio Bible', 'Yeshu App' ইত্যাদি অ্যাপের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের তথ্য সহজে গনমানুষের কাছে সহজে পৌছানো যায়।

অধ্যায়- ১১ খৃস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও তার খন্ডন

খৃস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ৫টি।

১. ত্রিত্ববাদ।

২. অবতারত্ববাদ।

৩. শূলবিদ্ধ হওয়া বিশ্বাস।

৪. পূনর্জীবিত হওয়ার বিশ্বাস।

৫. পাপমোচন বা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস।

- التثليث)ত্রিত্ববাদ) বলতে কি বুঝায়?

ত্রিত্ববাদ

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং তার গুণাবলী সম্পর্কে খৃস্টারনদের ধারণা অন্যান্যদের মতোই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা তারা ভিন্নভাবে দিয়ে থাকে। তারা বলেন, আল্লাহ তিন সত্তার সমষ্টি।

(Trinity) বা ত্রিত্ববাদ।

(Trinity) বা ত্রিত্ববাদ-এর সাধারণ অর্থ 'তিনত্ব', তিনের সমাহার বা তিনের সমস্টি। খৃস্টধর্মের পরিভাষায় এর অর্থ (the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead): পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিনজন ব্যক্তি হিসেবে এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে একত্রিত হওয়া।

তিন সত্তা নির্ধারণে খ্রিস্টানদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। প্রসিদ্ধ মতে তিন সত্তা হলো- পিতা,

পুত্র, রুহুল কুদুস (পাক রূহ)। কেউ বলেন- পিতা, পুত্র, কুমারী মেরী।

*খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়ই প্রকৃত, বাস্তব ও আক্ষরিক সত্য, কোনোটিই

রূপক বা আপেক্ষিক নয়।

* ত্রিত্ববাদীগণ বিশ্বাস করেন যে, ত্রিত্বে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এ তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন ও পৃথক সত্ত্বার সমন্বয়ে ঈশ্বরের সত্ত্বা গঠিত এবং এ তিনটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, পৃথক ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর

মিলে এক ঈশ্বর- এ কথা বিশ্বাস করাই মুক্তির একমাত্র পথ।

খৃস্টান পন্ডিতগণ সকলেই একমত যে, (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোথাও নেই। খৃস্টের কোনো বাক্যে কখনো এ শব্দটি বা এ অর্থের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খৃস্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এ পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এ পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু কার্থেজের প্রেসবিটার (Presbyter) টার্টোলিন (Tertullian), যিনি ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তখনো এ পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বৎসরে কখনো এ পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয় নি। খৃস্টধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল ও মতভেদ মূলত এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রথম খৃস্টীয় শতকে অনেক খৃস্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী

ছিলেন। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে, বা ঈশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এরূপ বিশ্বাস কখনোই ইহুদীদের মধ্যে ছিল না। তবে পৌত্তলিক রোমানগণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস অতি-প্রচলিত ছিল। তাঁরা

সম্রাটকেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে পূজা করতো। এছাড়া গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে 'প্রজ্ঞা' (Logos)-কে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হতো। মিস্টার পৌল ও প্রথম যুগের কিছু খৃস্টান গুরু এ সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথমে 'যীশুর' ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এরপর এ বিশ্বাসের সাথে 'একত্ববাদে'র সমন্বয় এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ক হলো এই ত্রিত্ববাদ।

*তৃত্ববাদ নিয়ে তাদের দলীলগুলোর অগ্রহণযোগ্যতা।

১নং দলীল-

মথি:- ২৮নং অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- তোমরা সমূদয় জাতিকে পিতা, পত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ কর। এখানে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ করা অর্থাৎ এ তিনজনের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাওবা করে খুদধমে দীক্ষিত হতে বলা হয়েছে। এখানে কোথাও এ তিনজন নিলে এক ঈশ্বর এরকম কোন রংকা গায়োগ হয়নি। যেভাবে আমরা স্থালিদ জাতীরা বিশ্বাস করি আল্লাহ আমাদেগার ওহী দ্বিখীল আমীন আং এর মাধ্যঙ্গে মুহাম্মাদ সারারায় আলাইহি ওয়াস এর কাছে প্রেরন করেছেন। এ বিশ্বদেন। করলে কেউ মুমিন হতে পারেনা

২নং দলীল-

মথি:- ৩নং অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- ঈশ্বরের আত্মা কপুতের আকৃতিতে যীশুর কাছে আসে এবং আকাশের দিক থেকে এই বাণী হইল ইনিই আমার প্রিয় পত্র, ইহাতে আমি প্রীত।

এখানে বলা হয়নি ঈশ্বরের অংশ পৃথিবীতে এসে যীশুর রূপ ধারণ করলো। বরং এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে যীশু ঈশ্বরের আত্মাকে কপুতের আকৃতিতে তার কাছে

আসতে দেখলেন। বাইবেলের এ বক্তব্য দ্বারা কি ত্রিত্ববাদ বা এই তিনে মিলে এক ঈশ্বর প্রমানীত হয়?

আমরা জানি সমস্ত আত্মাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আসা, একটি নির্দেশ, সকল আত্মাই তার, তবে অংশ নয়। আত্মার পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً ً তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। বলে দিনঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সুরা ইসরা-৮৫)

৩নং দলীল-

যোহন:- ১নং অধ্যায়ের ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-যীশু আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য

ঈশ্বর ছিলেন।

৪নং দলীল-

যোহন:- ১০নং অধ্যায়ের ৩০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- আমি ও পিতা, আমরা এক। যিহদীরা আবার তাহাকে মারিবার জন্য পাথর তুলিল। পিতার শক্তিতে আমি অনেক ভালো কাজ করেছি, তার মাঝে কোন কাজের জন্য পাথর মারতে চাইছ? যীহুদীরা বলল উত্তম কাজের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু ঈশ্বর নিন্দার (কুফরীর জন্য, কারন তুমি মানুষ হইয়া নিজেকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ, এই জন্য।

এ দুই স্থানে দেখা যাচ্ছে যীশুর ক্ষেত্রে ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার। মূলত এখানে ঈশ্বর শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে-আমরা যদি তাদের ৪র্থ দলীলের উল্লেখিত বক্তব্যের পরবর্তি অংশ অর্থাৎ ৩৪ এবং ৩৫ অনুচ্ছেদের দিকে লক্ষ করি তবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ৩৪ যীশু তাদের বল্লেন-তোমাদের বিধি-ব্যস্থায় কি (তাওরাতে) একথা লেখা নেই যে, আমি বলেছি তোমরা ঈশ্বর। ৩৫ শাস্ত্রে তাদেরই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসেছিল; আর শাস্ত্র সব সময়ই সত্য। এখান থেকে বিষিয়টি পরিষ্কার যে, উক্ত অনুচ্ছেদে যীশুকে ঈশ্বর আল্লাহ অর্থে বলা হয়নি। শুধু যীশু নয় বাইবেলে রয়েছে ঈশ্বর শব্দের বহুমতৃক ব্যবহার।

যেমন:-* যাত্রা পুস্তক:- ৪:১৬ (ঈশ্বর মুসা আ. কে বলেন) তোমার হয়ে হারুণ লোকদের সাথে কথা বলবে। তুমি হবে তার কাছে ঈশ্বর আর হরুণ হবে তোমার ভাববাদী (রাসূল)।

যাত্রা পুস্তক:- ৭:১ প্রভূ মোশিকে বললেন, আমি তোমাকে ফরৌনের (ফেরাউন) কাছে ঈশ্বর করে তুলেছি। আদি পুস্তক- ৩২:২৮- এখানে ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে।

উপরুক্ত কয়েটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা দেখতে পেলাম শুধু যীশু নয়, মুসা আ. ও ঈশ্বরের দূতকেউ ঈশ্বর বলা হয়েছে।

*গীতসংহিতা:-৮২:৬ আমি বলছি তোমরা ঈশ্বর তোমরা সবাই মহান ঈশ্বরের সন্তান।

বাইবেলের উক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, কারো নামের সাথে ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার থাকলেই তাকে ঈশ্বর বলা যাবেনা। বরং রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে বলে মানতে হবে। কারণ বাইবেলে বারংবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায়

উল্লেখ করা হয়েছে- ঈশ্বর কেবল মাত্র একজনই তোমরা একমাত্র তারই উপোসনা করো।

মূলত আল্লাহ তায়ালার জাতিসত্তা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারনে তাদের এ পদস্খলন ঘটেছে। এ জন্য আমরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ভাই বোনদের গোমরাহী থেকে বাচানোর জন্য কুরআন ও বাইবেল থেকে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দাঁড় করাতে

চাই।

বাইবেলে ঈশ্বর-

*মার্ক:- ১২: ২৮-৩২. যীশু উত্তর দিলেন, এটাই প্রধান। শোন হে ইস্রায়েল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু।

*মথি:- ৪:১০- দূর হওশয়তান। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তোমরা অবশ্যই একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে এবং তারই সেবা করবে।

*যোহন:- ১৭:৩- অনন্ত জীবন হলো এই; যারা তোমাকে এবং তুমি যাকে পাঠিয়েছ তাকে জানতে পায়।

*১ম তিমথীয়:- ৬:১৬- ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায়নাই পাবেওনা।

বাইবেল অনুযায়ী এই হচ্ছে সংক্ষেপে ঈশ্বরের পরিচয়। যারা ত্রিত্বে বিশ্বাসী তাদের ব্যপারে কুরআনের ফায়সালা হচ্ছে-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল,

তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদা-৭২)

لقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إله إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

(সূরা মায়েদা-৭৩)

*এছাড়াও তাদের বিশ্বাস মানুষ আদি পাপে পাপী এব্যপারে দু-এক কথায় জাবাব-

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (সূরা বাকারা-৩৭)

*কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها ولا تزر وازرة وزر أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (সূরা আনআম-১৬৪)

*এব্যপারে বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে-"সন্তান দোষ করলে পিতামাতার বা পিতামাতা দোষ করলে তার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না। কোন ব্যক্তিকে কেবল তার নিজের করা অন্যাযের জন্যই প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে।
*যীশুকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ক্রুশে চড়াতে পারেনি।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। (সূরা নিসা-১৫৭)

যীশুকে টেনে হেচঁড়ে নেয়া হয়েছে, স্ব-ইচ্ছায় তিনি জাননি।

উপসংহার

খ্রিস্টান মিশনারিরা উপমহাদেশে তাদের আগমনের পর থেকে ধর্মান্তর, সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার, এবং সামাজিক-কৌশলগত নানা মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। এদের কার্যক্রমের পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াও রাজনৈতিক, উপনিবেশবাদী এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের লক্ষ্য স্পষ্টভাবে কাজ করেছে। তারা শিক্ষা, চিকিৎসা ও দানকার্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

তাদের এ অপতৎপরতা শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের নৈতিক কাঠামো, ঐতিহ্য ও ইসলামী সংস্কৃতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের ফলে কিছু অঞ্চলে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে।

তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও যুক্তিভিত্তিক ধর্ম হওয়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও টিকে থেকেছে এবং এখনো বিশুদ্ধ আকীদা ও ঈমানের উপর অটল রয়েছে বহু মানুষ। তাই প্রয়োজন একটি সচেতন, ঐক্যবদ্ধ ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত মুসলিম সমাজ গড়ে তোলা, যারা ধর্মীয় জ্ঞান, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে খ্রিস্টান মিশনারি অপতৎপরতার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।